কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েও পাস!

আরেক পরীক্ষার্থীকে দায়ী করে সংশোধিত ফল

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন এমএড কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা না দিয়েও পাস করার ঘটনায় তোলপাড়ের পর গতকাল শুক্রবার ফল সংশোধন করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছে অন্য এক শিক্ষার্থীকে।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সান্ধ্যকালীন এমএড কোর্সে আবেদন ফরম কেনেন পল্লবী বাড়ৈ নামের এক শিক্ষার্থী। কিন্তু তিনি অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলেও গত বুধবারের প্রকাশিত ফলে মেধাতালিকার ৪১তম অবস্থান ছিল তাঁর। খবর পেয়ে এই অনিয়মের বিষয়টি জানিয়ে পল্লবী বাড়ৈর পরিবারই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে। এ ঘটনা কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের পর গতকাল সংশোধিত ফল প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ।

একই সঙ্গে আইইআরের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম ও এমএড (সান্ধ্য) ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গতকাল 'একজন পরীক্ষার্থীর ভর্তি পরীক্ষার সংশোধিত ফলাফল প্রকাশ' শিরোনামে গণমাধ্যমে একটি ব্যাখ্যা পাঠান। এতে বলা হয়, ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় নাসরীন হোসাইন (রোল-২৫৫৮) নামে এক আবেদনকারী অংশগ্রহণ করেন। আইইআর ভবনের ২০৭ নম্বর কক্ষে তাঁর আসন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রবেশপত্রে ২৫৫৮-এর শেষ অঙ্ক ৮ অস্পষ্টতার কারণে তাঁর কাছে তিন মনে হওয়ায় তিনি ভুলক্রমে ২১৮ নম্বর কক্ষের রোল নম্বর ২৫৫৩-এর আসনে পরীক্ষা দেন। রোল-২৫৫৩-এর পরীক্ষার্থী পল্লবী বাড়ৈ অনুপস্থিত থাকায় নাসরীন হোসাইন উপস্থিতি পত্রে ২৫৫৩ রোলের বিপরীতে স্বাক্ষর করেন। পরে ফল প্রস্তুতকালে কম্পিউটারের স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামে রোল-২৫৫৩ এর নামে নাসরীন হোসাইনের ফল প্রকাশিত হয়।

আইইআর কর্তৃপক্ষ আরো দাবি করেছে, নাসরীন হোসাইন (রোল-২৫৫৮) ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রে নিজের ভুল রোল লেখার বিষয়টি বুঝতে পেরে তা সংশোধনের আবেদন করলে তা যাচাই-বাছাই করে ভ্রান্তি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ফল অনুসারে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী পল্লবী বাড়ৈ (রোল-২৫৫৩)-এর নামে প্রকাশিত ফল বাতিল করা হয় এবং নাসরীন হোসাইন (রোল-২৫৫৮)-এর প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে তাঁকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়।

তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নাসরীন হোসাইন ভুল করে অন্য রোল নম্বরে স্বাক্ষর করলেও তাঁর সঠিক নামই লেখার কথা। এতে একজন পরীক্ষার্থী ভুল নম্বরে স্বাক্ষর করেছেন তা সহজেই ধরা পড়ার কথা। তাই বিষয়টি তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা বের করা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।